

**আপনার প্রশ্ন:** ঈমানে নতুন জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা কী? আপনি এই বিষয়ে আরও স্পষ্টীকরণ প্রদান করতে পারেন?

**আমাদের উত্তর:** **তওবা করা** এবং প্রভু-নাজাত দাতা হিসাবে হজরত ঈসা মসীহতে **ঈমান আনার** জন্য পাক রুহের আদেশ **শুনা** এবং **মেনে চলা**।

- প্রেরিত ১৭:৩০ আগেকার দিনে মানুষ জানত না বলে আল্লাহ এই সব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু এখন তিনি **সব জায়গায় সব লোককে তওবা করতে হুকুম দিচ্ছেন**,
- ইউহোন্না ৩:১৬ “আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে **কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে** সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।
- ইউহোন্না ১:১২-১৩ **তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল** তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহর সন্তান হবার অধিকার দিলেন। **[এটি নতুন জন্ম, ২য় জন্ম যা একটি রুহানী জন্ম, শারীরিক নয়]**, এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু আল্লাহ থেকেই হয়েছে।

রোমীয় ১০:১৭ তাহলে দেখা যায়, আল্লাহর **কালাম শুনবার ফলেই ঈমান আসে**, আর মসীহের বিষয় তবলিগের মধ্য দিয়ে সেই কালাম শুনতে পাওয়া যায়।

<https://vimeo.com/855988600>

আমাদের কাছে, উদাহরণগুলি সর্বদা "শোনা দ্বারা ঈমান" প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে।

লুক ২৩:৩৮-৪৩ সলিবে তাঁর মাথার উপরের দিকে একটা ফলকে এই কথা লেখা ছিল, “এই লোকটি ইহুদীদের বাদশাহ।” যে দু’জন দোষী লোককে সেখানে সলিবে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিটকারি দিয়ে বলল, “তুমি নাকি মসীহ? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।” তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, “তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।” তারপর সে বলল, “ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।” জবাবে ঈসা তাকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।”

ঐতিহাসিক কিতাবুল মোকাদ্দাসের বিবরণগুলি রেকর্ড বলে যে প্রায় ২০০০ বছর আগে হজরত ঈসাকে আরও ২ জন পুরুষের সাথে সলিববিন্দ করা হয়েছিল, উভয়ই দোষী সাব্যস্ত অপরাধী। হজরত ঈসাকে কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি, কিন্তু ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের ঘৃণা ও ঈর্ষার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ৩ জনকে সকাল ৯ টায় তাদের মৃত্যুদণ্ড, একটি কাঠের সলিবের উপর রাখা হয়েছিল এবং বিকাল ৩ টায় নামানো হয়েছিল। ওই ৬ ঘন্টার ব্যবধানে ৩ জনই মারা যান।

২ জন অপরাধী হজরত ঈসার উপরে রাখা প্ল্যাকার্ডটি দেখেছিল যেটি তাকে ইহুদীদের বাদশাহ [মসীহ] হিসাবে ঘোষণা করেছিল। এই অপরাধীরা উভয়ই একই তথ্য শুনেছিল যার মধ্যে ধর্মীয় নেতা এবং জনতার সমস্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু, অপরাধীদের মধ্যে একজনের জন্য সেই "নতুন তথ্য" যেটি সে সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে শুনেছিল তা চিরন্তন জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল কারণ, ঈমানের দ্বারা, তিনি নির্ভর করেছিলেন যে হজরত ঈসাই প্রকৃতপক্ষে মসীহ যিনি অনন্ত মৃত্যু থেকে তার মুক্তিদাতা হওয়ার জন্য মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন।

একজন অপরাধী হজরত ঈসা সম্পর্কে যে তথ্য শুনেছিলেন তা প্রত্যক্ষ্যন করেছিলেন। অন্যরা তথ্য ঈমান এনেছিলো। তার বিশ্বাসের সাথে, পাক রুহ তারপরে এনেছিলেন, যেমন তিনি সবসময় করেন, হজরত ঈসাতে সেই নতুন বিশ্বাসীর কাছে তার অপরাধ [অনুতাপ] স্বীকার করার এবং হজরত ঈসার প্রতি খোলাখুলিভাবে তার ভালবাসা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তার একটি অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি নিয়ে আসে।

লুক ২৩:৪০-৪২ তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, “তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি [আল্লাহর পুত্র] তো কোন দোষ করে নি [বেগুনাহ]।” তারপর সে বলল, “ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।” কি হলো? দু'জন অপরাধীর মধ্যে একজনের “নতুন জন্ম” হয়েছিল কারণ তিনি হজরত ঈসা মসীহ সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছেন তা ঈমান এনেছিলেন।

এপ্রিলের সকাল ৯ টায় সেই অপরাধীরা উভয়েই হজরত ঈসাকে উপহাস করেছিল এবং উপহাস করেছিল। বিকাল ৩ টার মধ্যে একজন হজরত ঈসা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য শুনেছিল যেন হজরত ঈসা সম্পর্কে তার মন পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে। পাক রুহ সেই নতুন তথ্যটিকে চিরন্তন জ্ঞানে পরিণত করেছে যার ফলে মানুষ অনুতাপ এবং খোলা স্বীকারোক্তি এবং হজরত ঈসার প্রতি ভালবাসায় চিংকার করে।

তারপর, হজরত ঈসা সেই অপরাধীকে একটি নতুন হৃদয় দিয়েছিলেন এবং তিনি তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর সেই দিনই তিনি হজরত ঈসার সাথে স্বর্গে থাকবেন। লুক ২৩:৪৩ জবাবে ঈসা তাকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।”

**সংশ্লিষ্ট উত্তর** - আপনার ভূমিকা কেবল শোনা এবং মেনে চলা। আপনি এখন শুনেছেন। শুধুমাত্র এই প্রশ্নটি বাকি আছে, “আপনি কি ২নং অপরাধীকে অনুসরণ এবং হজরত ঈসাকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করবেন?” সেই লোকটি হজরত ঈসাকে ভালবাসত কারণ সে এখন ঈমান এনেছিলো যে হজরত ঈসা তাকে তার গুনাহের দোষ থেকে মুক্ত করতে মৃত্যুবরণ করতে এসেছিলেন। যদিও ন্যায্যভাবে নিন্দা করা হয়েছিল এবং মৃত্যুর জন্য সলিবে ঝুলানো হয়েছিল, সেই দোষী সাব্যস্ত অপরাধী সত্যই মুক্ত হয়েছিল কেননা কালাম বলে, জবুর ১৬:১১ “জীবনের পথ তুমি আমাকে শিখিয়েছ; তোমার দরবারে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ আর তোমার ডান পাশে রয়েছে চিরকালের সুখ।”

এই চিরন্তন গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে তুলে ধরার জন্য আমরা একটি খুব ছোট, ৯০ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করেছি। দয়া করে এটি দেখুন এবং আমাদের বলুন যে পাক রুহ এটিতে থাকা সত্য সম্পর্কে আপনার হৃদয়ের সাথে কী কথা বলে। এই ভিডিওর তথ্য কি নাজাতের জন্য আপনার জন্য চিরন্তন জ্ঞান হয়ে উঠবে? আপনি এখন স্পষ্টভাবে একই তথ্য শুনেছেন যা প্রায় ২০০০ বছর আগে ২ জন অপরাধী তাদের মৃত্যুর দিনে শুনেছিল। একজন এখন জান্নাতে আর একজন এখন জাহান্নামে। কেন?

- কারণ একজন হজরত ঈসা সম্পর্কে তথ্যকে সত্য বলে ঈমান এনেছিলো, তার গুনাহ থেকে একজন নাজাত দাতার প্রয়োজনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং সমস্ত দুনিয়ার কাছে তার নাজাত দাতা হজরত ঈসার প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল।

ঠিক এটাই হলো সমস্ত “নতুন জন্ম”, গুনাহগাররা যখন “শুনে এবং ঈমান আনেন”। হজরত ঈসা মসীহর বিষয়ে কেউ যা সত্য বলে ঈমান আনেন তা হল এই জীবনে বা পরবর্তী চিরন্তন জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা।

আমরা মোনাজাত করি যে পাক রুহ আজ এই তথ্যটিকে আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য চিরন্তন জ্ঞানে পরিবর্তন করবেন।